মাসিক
দুদক দর্পণ

৭ম বর্ষ • ১৬তম সংখ্যা • অক্টোবর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ • অগ্রহায়ণ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

www.acc.org.bd

এ সংখ্যায় যা রয়েছে

- সভা/সেমিনার
- ফাঁদ মামলা
- গ্রেফতার
- বিচারিক আদালতে সাজা
- দায়েরকৃত উল্লেখযোগ্য মামলা
- দায়েরকৃত উল্লেখযোগ্য মামলার চার্জশিট

যোগাযোগ
নির্বাহী সম্পাদক
দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়
১ সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
ফোন: ৯৩৫৩০০৪-৮
ই-মেইল : info@acc.org.bd
ওয়েব সাইট : http://www.acc.org.bd

সম্পাদকীয়

“ অক্টোবর মাসে দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রধান কার্যালয়ে দুর্নীতি দমন কমিশন ও বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের মধ্যে পারস্পরিক দ্বি-পাক্ষিক সমঝোতামূলক কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মতবিনিময় সভায় দুদক চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ বলেন, মার্কেটে যদি সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করা যায়, তাহলে পণ্য উৎপাদনে সৃজনশীলতা আসবে, মান-সম্পন্ন পণ্যের জোগান বাড়বে এবং দ্রব্য-মূল্য কমবে। জনগণের ভোগান্তি হ্রাস পাবে ও কেউ ব্যবসার নামে অবৈধভাবে মুনাফা অর্জন করতে পারবে না।
বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধানে বল হয়েছে, “রাষ্ট্র এমন অবস্থাসৃষ্টির চেষ্টা করবেন, যেখানে সাধারণ নীতি হিসাবে কোন ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগ করতে সমর্থ হবেন না”। মার্কেটে যদি সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করা যায় তাহলে মানুষের পকেট কেটে অনুপার্জিত আয় করার পথ সঙ্কুচিত হয়ে যাবে। অনুপার্জিত আয় কমে আসলে দুদকের কাজও কিছুটা সহজ হয়ে যাবে। দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিযোগিতা কমিশনসহ সকলকে সাথে নিয়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চায়।

দেশের টেন্ডার প্রক্রিয়া নিয়ে অনেকেই উদ্বিগ্ন। টেন্ডার প্রক্রিয়া আমাদের দেশের দুর্নীতির আরেকটি উৎস। প্রতিটি টেন্ডার প্রক্রিয়া ইলেক্ট্রনিক টেন্ডারিং (ই-টেন্ডারিং) প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করা উচিত। এই প্রক্রিয়ায় প্রধান এবং সাপোর্টিং টেন্ডারের প্রচলন রয়েছে। এক্ষেত্রে তথাকথিত নিগোসিয়েশন হচ্ছে। এই নিগোসিয়েশন প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি হচ্ছে বলে বিভিন্ন মাধ্যমে দুদকের নিকট অভিযোগ আসে। নিগোসিয়েশন হতে পারে, তবে তা হতে সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে। সরকারি টেন্ডার প্রক্রিয়ায় সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা আনয়নের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা কমিশনের হস্তক্ষেপ করলে টেন্ডার প্রক্রিয়া স্বচ্ছ হবে এবং দুর্নীতির সুযোগ কমে যাবে।”

সভা/সেমিনার

ইউনাইটেড নেশনস অফিস অন ড্রাগস এ্যান্ড ক্রাইম (UNODC) এর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের এ্যান্টি-করাপশন এডভাইজর জোরানা মার্কোভিক (Zorana Marcovic) এর সঙ্গে মতবিনিময় করছেন দুদক চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ।

দুদকের ৭০তম গণশুনানির র‍্যালির নের্তৃত্ব দিচ্ছেন দুদক কমিশনার ড. নাসিরউদ্দীন আহমেদ।

খুলনায় দুর্নীতিবিরোধী কবিতা সম্মেলনের প্রধান অতিথি দুদক কমিশনার এএফএম আমিনুল ইসলাম।

দুর্নীতির কোনো ঘটনার প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য যে কোনো ফোন থেকে দুদকের অভিযোগ কেন্দ্রের হটলাইন ১০৬ নম্বরে ফ্রি কল করুন (সকাল ০৯ টা থেকে বিকাল ৫ টা)।

ফাঁদ

অক্টোবর মাসে কমিশন ফাঁদ পেতে ঘুষের টাকাসহ ০২ (দুই) জনকে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতারকৃত কতিপয় আসামির বিবরণ:

গ্রেফতারকৃত কতিপয় আসামির নাম	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
মোঃ শহিদ উল্লাহ, উচ্চমান সহকারী বাংলাদেশ ন্যাশনাল সায়েন্টিফিক এন্ড টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন সেন্টার (ব্যান্সডক), আগারগাঁও, ঢাকা।	ব্যান্সডক এর ৪র্থ শ্রেণির ০৪ (চার) জন কর্মচারীর বেতন কর্তনের মাধ্যমে বেতন সমতা করণের ভয় দেখিয়ে প্রত্যেকের নিকট থেকে ১০,০০০/- টাকা করে মোট ৪০,০০০/- টাকা ঘুষ দাবি করেন-এর ধারাবাহিকতায় ২০,০০০/- টাকা অগ্রিম প্রদান করতে হবে এবং বাকী ২০,০০০/- টাকা কাজ শেষে দিতে হবে। এই চারজন অসহায় কর্মচারী বিষয়টি একই প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা মোঃ সায়েম খানের মাধ্যমে দুর্নীতি দমন কমিশনকে অবহিত করেন। পরবর্তীতে অভিযুক্তকে ২০,০০০/- টাকা ঘুষ প্রদানের সময় ওৎ পেতে থাকা দুদক এর বিশেষ টিম তাকে ঘুষসহ হাতে-নাতে গ্রেফতার করে।
মোঃ আবুল হোসেন, ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, ভাংগুড্ডা ইউনিয়ন ভূমি অফিস, নাঙ্গলকোট, কুমিল্লা।	জনৈক ব্যক্তির নিকট থেকে জমি নামজারি সংক্রান্ত কাজে ৪০০০/- টাকা ঘুষ গ্রহণের সময় দুদক এর বিশেষ টিমের সদস্যরা মোঃ আবুল হোসেন-কে ঘুষসহ হাতে-নাতে গ্রেফতার করে।

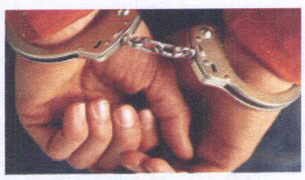

গ্রেফতার

অক্টোবর মাসে কমিশনের বিভিন্ন মামলায় তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ আইনি প্রক্রিয়ায় ২১জন আসামিকে গ্রেফতার করেছে। কয়েকজন গ্রেফতারকৃত আসামির বিবরণ:

গ্রেফতারকৃত কতিপয় আসামির নাম	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
মোঃ মশিউর রহমান খান, নির্বাহী পরিচালক, সাউথ ডেল্টা শিপিং অ্যান্ড ট্রেডিং লিঃ।	পরস্পর যোগসাজশে অসৎ উদ্দেশ্যে আর্থিকভাবে লাভবান হয়ে প্রতারণা ও অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গ করে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে ৩,৮৮৯.৫৫ মে. টন ইউরিয়া সার পরিবহন, সরবরাহ ও গ্রহণ না করে বিক্রয়পূর্বক সরকারি ৫,৯৮,৫৩,৭০০/- টাকা আত্মসাৎ।
মোঃ রেজাউল ইসলাম, কাস্টমার রিলেশান অফিসার, ব্র্যাক ব্যাংক লিঃ, চৌমুহনী শাখা বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী ও অন্য ৩জন।	আসামিগণ পরস্পর যোগসাজশে ক্ষমতার অপব্যবহার করে প্রতারণা ও জালিয়াতির মাধ্যমে জাল দলিল প্রস্তুতপূর্বক তা খাঁটি হিসেবে ব্যবহার করে ও একই জমির দলিল একবার ব্যবহার করে ঋণ নেওয়ার পর ; ২য় বার পুনরায় একই দলিলের ভুয়া ও জালকপি প্রস্তুত ও ব্যবহার করে আইএফআইসি ব্যাংক থেকে ৭৫ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করে ফেরত না দিয়ে আত্মসাৎ।

সাজাপ্রাপ্ত কয়েকটি মামলার বিবরণ

অক্টোবর মাসে ২৭টি মামলায় বিচারিক আদালতে রায় হয়েছে, এর মধ্যে ১৫টি মামলায় সাজা হয়েছে। সাজা হওয়া উল্লেখযোগ্য কতিপয় মামলা।

সাজাপ্রাপ্ত কতিপয় আসামির নাম	বিচারিক আদালতের রায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
মোঃ সাইফুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী (পুর), বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকাসহ ৪ জন।	আসামি মোঃ সাইফুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী (পুর) বিআইডব্লিউটিএ-কে ৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড-সহ ৬৮ লক্ষ ২০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড-এবং অপর ৩ জন আসামি মোঃ সানা উল্লাহ, মোঃ আনোয়ার হোসেন ও বিমল চন্দ্র ভদ্র-কে খালাস প্রদান।
শাহ মোঃ হারুন, সাবেক সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, ওরিয়েন্টাল ব্যাংক লিঃ সহ ০৫ জন	আসামি ১. শাহ মোঃ হারুন ২. মোঃ ফজলুর রহমান ৩. মাহমুদ হোসেন ও ৪. কামরুল ইসলাম-প্রত্যেককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড- সহ ১ কোটি টাকা জরিমানা এবং অপর আসামি ইমামুল হক-কে খালাস প্রদান।

দায়েরকৃত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি মামলা

অক্টোবর মাসে ক্ষমতার অপব্যবহার, অর্থ আত্মসাৎ, জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনসহ বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগে ৩৪টি মামলা দায়ের করেছেন কমিশন। উল্লেখযোগ্য কতিপয় মামলার বিবরণ:

আসামির নাম	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
অজয় দাশ, ৫৪, হরেশ চন্দ্র মুন্সেফ লেইন, পাথরঘাটা, থানা- কোতয়ালী, জেলা- চট্টগ্রাম ও অন্য ০৪ জন।	চট্টগ্রামের ভূমি হুকুম দখল শাখার এল এ কেস নং- ০২/১৯৯৯-২০০০ মূলে অধিগ্রহণকৃত জমির মালিকানা সাজিয়ে ক্ষতিপূরণ বাবদ ৭২,৬৩,৬৯৩/৩৬ টাকা সরকারি কোষাগার হতে উত্তোলনপূর্বক আত্মসাৎ।
মফিজুল ইসলাম ঝন্টু, সাবেক কমিশনার, বরিশাল পৌরসভা, পোদ্দার রোড, বরিশাল সদর, বরিশাল।	জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনসহ ২,৯২,৭৬,৮৮৮/৬৮ টাকা মূল্যের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের তথ্য গোপন।

চার্জশিট দাখিলকৃত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি মামলা

কমিশন অক্টোবর, ২০১৭ মাসে ৫৪টি মামলা তদন্ত সম্পন্ন করে ২৬টি মামলায় চার্জশিট দাখিলের অনুমোদন দিয়েছে। উল্লেখযোগ্য কতিপয় মামলার চার্জশিট উল্লেখ করা হলো।

আসামির নাম	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
হাসেম আলী মন্ডল, সাবেক ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, উজানচর, গোয়ালন্দ, রাজবাড়ী ও অন্য ০১ জন।	লক্ষ লক্ষ টাকা ঘুষ গ্রহণ ও জালিয়াতির মাধ্যমে প্রায় ৩৭ একর জমি ভুয়া মালিকদের নামে রেকর্ডভূক্ত করে দেওয়া।
মোঃ সরোয়ার হোসেন, সাবেক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ঠাকুরাকোনা খাদ্য গুদাম, নেত্রকোণা, (বর্তমানে বরখাস্ত) ও অন্য ০১ জন।	পরস্পর যোগসাজশে ১,৪৫,৪৮,৩৫১/৭০ টাকা মূল্যমানের খাদ্য শস্য আত্মসাৎ।